সুশীল সমাজের কাছে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন

ড. শামস্ রহমান

যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ আর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তাদের কথা ভিন্ন। যেমন, যারা এখনো বলে, তারা ভুল করেনি একাত্তুরে। সুযোগ পেলেই যারা আঘাত করে পুঁজনীয় মিনারে, শহীদের রক্তে যেখানে ফুটে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তাদের কাছে আমার কোন প্রশ্ন নেই।

যারা স্বাধীনতার চেতনায় অর্থাৎ, মূলধারা একাত্তুরে ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চার স্তম্ভে বিশ্বাস করে না; যেমন, যারা জনতার সমষ্টিগত বিশাল ত্যাগে অর্জিত জাতীয়সত্ত্বাকে বিকিয়ে দেয়। তাদের কাছেও আমার কোন প্রশ্ন নেই।

যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী, তাদের কাছেই আমার যত প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি সহজ। তবে, এগুলির মাঝেই অন্তর্নিহিত দেশ ও জাতির গভীর ভাবনার বিষয়। শুধুই স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিকোন থেকে না দেখে, প্রশ্নগুলি আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা হিসেবে। নীচের আটটি প্রশ্ন ও তার তাৎপর্য বোঝার আহ্বান জানাছি সম্মানিত সম্মানিত সুশীল সমাজকে -

১) বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে কি জামাত-শিবির তথা স্বাধীনতা-বিরোধী পক্ষ (যারা শুধু ৭১ই নয়, এখনো স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী নয়) ক্ষমতায় আসে?

২) বিএনপি-জামাত-শিবির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে কি স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত হয়?

৩) বিএনপি-জামাত-শিবির ক্ষমতায় এলে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনায় আঘাত আসে?

৪) বিএনপির সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলি কি মৌলবাদী ও অপ্রগতিশীল ধ্যন-ধারণায় বিশ্বাসী? তারা কি বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চায়? বাংলাদেশের স্বাধারণ জনগণ কি তা চায়?

৫) বিএনপি-জামাত-শিবির ক্ষমতায় এলে কি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি অত্যাচারিত ও অকারণে হয়রানীর শিকার হয়?

৬) যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারে বিএনপি শুধুই নীরব নয়, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এ বিচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? তবে কি বিএনপি স্বাধীনতার চেতনা তথা মূলধারা একাত্তুরের বিরুদ্ধে?

৭) বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে কি রাজাকার-আলবদর তথা যুদ্ধাপরাধীরা মন্ত্রী হয়?

৮) ধরে নিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় নেতা হরার যোগ্য নন। তবে এটাতো অনস্বীকার্য যে, তার নেতৃত্বেই বাঙ্গালি জাতি প্রথমবারের মত এক মঞ্চে শরিক হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। অন্তত সেটুকুর জন্য হলেও তার মৃত্যুর দিনে তিনি তার নূনতম

সম্মানটুকুতো পেতে পারেন! ১৫ই আগষ্টে বিএনপির ম্যাডাম খালেদা জিয়ার পাতানো জন্মদিনে ঘটা করে জন্মদিন-উৎসব করে জাতীয় শোকদিবসের তাৎপর্যকে আন্ডারমাইন করার অপচেষ্টায় বিএনপি এবং এর নেতৃত্বের কি ধরণের মানষিকতা প্রকাশ পায়?

বলার অপেক্ষা রাখে না, উপরের প্রশ্নগুলির সাথে আমাদের জাতীয়সত্ত্বা ও আত্নমর্যাদাবোধের বিষয়গুলি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

এবার বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকগুলি দেখা যাক।

১) গত সাড়ে চার বছরে আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তই যে সঠিক হয়েছে তা নয়। সঠিক হলে হয়তো উন্নয়নের ধারা আরও গতিশীল হতে পারতো। তা সত্ত্বেও গত সাড়ে চার বছরের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নতি কি তার পূর্বের বিএনপির পাঁচ বছরের উন্নতির চেয়ে মন্দ? কিংবা, তার পূর্বের ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের বিএনপির শাসনামলের সাথে আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের শাসনামলের উন্নতির তুলনা করুন! আওয়ামী লীগের শাসনামলের উন্নতির হার কি বিএনপির চেয়ে কম? অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিগুলো মিলিয়ে দেখুন। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের সেই শাসনামলে কৃষিখাতে উন্নতি সাধনের মাঝে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। সেই সাথে সামাজিক দিকগুলোর কথা ভাবুন। হেফাজতের নারীবিরোধী দফার দাবির মুখে এক নারীকে স্পিকার করা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, ব্যক্তি এবং সংগঠনকে রাষ্ট্র পর্যায়ে স্বীকৃতি ও সম্মানে ভূষিত করা, অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিশ্বের শত চাপের মুখেও একের পর এক কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির ঘোষনা দেওয়া, পূর্বের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করা .... এটুকুও করার মত আর কোন দল আছে কি এই মূহুর্তে?

২) তবে এটা সত্য, দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করে। কোন সন্দেহ নেই, কয়েকটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণে সুশীল সমাজ কিছুটা অসন্তুষ্ট। আগামী নির্বাচনে হয়ত তাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট দেবে। এক দলের কাজে সন্তুষ্ট না হলে অন্যদলকে ভোট দেবে - সেটাই স্বাভাবিক। তবে, প্রশ্ন হচ্ছে - আওয়ামী লীগ হারলে জিতবে কে? সুশীল সমাজের কি তা ভাবনার বিষয় নয়?

৩) তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিএনপি-জামাত-শিবির সরকারের, তুলনামূলক বিবেচনায়, না আছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রেডিবিলিটি; না আছে সামাজিক উন্নয়নের ক্রেডিবিলিটি। তদতিরিক্ত, তারা সেই গোষ্ঠি যারা সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে। তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী সুশীল সমাজের স্বাধীনতা চেতনার বিরোধী পক্ষের পক্ষ নেওয়া কি সমিচীন?

আগামী নির্বাচনে যদি প্রগতিশীল সুশীল সমাজের ভোটের বাক্সের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বিএনপি-জামাত-হেফাজত আঁতাত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে, তাহলে কি হতে পারে?

১) সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী চক্র জেল-ফাঁসির রায় থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে এবং বাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য বন্ধ করে দেবে। এ শুধু কথার কথা নয়। ১৯৭৫ সনে পট-পরিবর্তনের পর, ১৯৭৩ সনে সাজাপ্রাপ্ত রাজাকার-আলবদর-যুদ্ধাপরাধীদের শুধু ছেড়েই দেয়নি, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল (অবঃ) জিয়া আইন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে দেয়। তার পরবর্তি এরশাদ কিংবা বিএনপি কোন সরকারই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সত্য কথা যে, তারা নিতেও পারবে না। কারণ, বিএনপি তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রমাণ করেছে যে জামাত-শিবির-রাজাকার-আলবদর তাদেরই সহযোগী। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিশ্বের শত চাপের মুখেও আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব।

২) দেশের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংশোধনী এনে ১৯৭২'এর সংবিধানের যতটুকু কাছাকাছি আনা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষে, বিএনপি-জামাত-হেফাজত আঁতাত ক্ষমতায় এলে, পুনরায় সেই পুরনো অবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে শুরু হবে ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা।

৩) জামাত-রাজাকার তথা যুদ্ধাপরাধীরা আবার মন্ত্রি হবে এবং তাদের গাড়িতে আবার বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাবে।

৪) পূর্বের মত স্কুলের পাঠ্য পুস্তককে আবার বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃত হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সুশীল সমাজ পুনরায় এসব দেখতে চায়?

অনেকের নিশ্চয় এখনো স্মরণ আছে, ১৯৭৫ সনের প্রারম্ভে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা! (সেদিনের বাংলদেশের সেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাকশাল পদ্ধতি সঠিক ছিল কি ছিল না, তা এ লেখার বিষয়বস্তু নয়)। সেদিন গণতন্ত্র রক্ষার নামে বাকশাল প্রতিহত করতে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী সুশীল সমাজ শুধু পাকিস্তানের আইয়ুবী ধাঁচের স্বৈরশাসনকেই প্রশ্রয় দেয়নি, যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতার বিরুদ্ধ চক্রকে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের পূনর্বাসনে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে। আমাদের দূর্ভাগ্য, পরবর্তিতে ৮০ ও ৯০ দশকে এই সুশীল সমাজের অনেকেই জামাত-শিবির-রাজাকারদের হাতে প্রকাশ্যে হয়রানি ও অপমানিত হয়েছেন। এমনকি হত্যার হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান তাদেরই একজন। কবি কি সেদিন বুঝেছিলেন বাকশাল প্রতিহত করার পরিণতি? বাকশাল টিকে থাকলে দেশের অর্থনীতে কি প্রভাব ফেলতো, তা হয়তো বলা কঠিন, তবে দেশ রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী মূক্ত থাকতো, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, অক্ষুন্ন থাকতো বাঙ্গালীর জাতীয়সত্ত্বা আর আত্নমর্যাদা।

সেদিন বাকশাল প্রতিহত করার পরিণতি কি হতে পারে তার ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব না হলেও, আজকের চিত্র পরিষ্কার- আওয়ামী লীগ হারলে জিতবে স্বাধীনতার চেতনায় অবিশ্বাসী এবং

যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী স্বাধীনতা বিরুদ্ধ চক্র। তাই, সুশীল সমাজকে ভাবতে হবে ভোটের বাক্সে তাদের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত!

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের সুশীল সমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি শুধু নোবেল লৌরেটই নন, আমার জানা মতে, তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের মানুষ। জাতির স্বার্থে জাতীয় ইস্যুতে তিনি মতামত দেবেন সেটাই আমাদের কাম্য। যেমন, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সময় সরকারের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন - 'নির্দলীয় সরকারের অধীন ছাড়া নির্বাচনের ফলাফল মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না'। ভাল কথা! একই ভাবে জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্যান্য ইস্যুতেও অধ্যাপক ইউনূস তার বিচক্ষন মতামত দেবেন জাতি সেটাও আশা করে। তার গড়া গ্রামীন ব্যাংকের সদস্যের মেজোরিটি নারী। অথচ, এই নারী সম্পর্কে মওলানা শফির কুৎশিত মন্তব্যের উপর অধ্যাপক ইউনূসের কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনা। শুনিনা, জাতীয় শোক দিবসে বিএনপির ম্যাডাম খালেদা জিয়ার বানানো ও পাতানো জন্মদিনে ঘটা করে জন্মদিন-উৎসব করে শোকদিবসের তাৎপর্যকে আন্ডারমাইন করার অপচেষ্টার উপর তার মন্তব্য। নারী সম্পর্কে মওলানা শফির মন্তব্য আর ১৫ই আগষ্টে বিএনপির ম্যাডামের পাতানো জন্মদিন পালন করা কোন ব্যক্তিগত অথবা দলীয় বিষয় নয়, এ বিষয়গুলি জাতীয় এবং রাজনৈতিক।

সন্দেহ নেই, আদর্শগত দিক দিয়ে জামাত-শিবির আর তালিবানদের মাঝে তফাৎ অনেক কম, অথবা নেই বললেই চলে। যুদ্ধাপরাধ বিচারের শুরু থেকেই বিচারকার্য বন্ধ করার লক্ষে জামাত-শিবির হরতালের নামে জন-জীবনে তালিবানি কায়দায় নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে আসছে। এর উপরও শুনিনা অধ্যাপক ইউনূসের কোন প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধাপরাধের বিচারের উপর শুনিনা তার কোন মন্তব্য। অথচ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মত শিক্ষাবিদরা যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। বলাবাহুল্য, দলীয় ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন পরিচালনা করার একটি সাংবিধানিক ভিত্তি আছে (সংবিধানে সংশোধনি ও আদালতের রায়), অথচ, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন অধ্যাপক ইউনূস (পাঠকদের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই ২০০৬'এ নির্বাচন সম্পর্কে অধ্যাপক ইউনূস কি বলেছিলেন? ২০০৬ সালে বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার প্রশ্নে তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করেছিল - তখন অধ্যাপক ইউনূস বলেন - 'সংবিধানের বাইরে কিছু করা যাবে না' (ভোরের কাগজ)। ব্যাপারটা কেমন যেন 'যখন যেমন'!)। অন্যদিকে, জামাত-শিবির-বিএনপি হরতালের নামে জন-জীবনে ধ্বংস ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করার কোন আইনগত অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকা সত্ত্বেও শুনিনা তার কোন প্রতিবাদ। কিংবা, দেখিনা নৈতিকতা ও শালিনতা বর্জিত মওলানা শফির মন্তব্যের কোন প্রতিক্রিয়া।

দেশের অভন্তরে এবং বহিঃবিশ্বে অধ্যাপক ইউনূসের গত কয়েক মাসের গতিবিধি দেখে অনেকে অনেক কিছুই ভাবছে। অনেকের ধারণা তিনি আবার অতীতের মত দলছুটদের নিয়ে দল করে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবেন। নতুন রাজনৈতিক দল করে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধন করবেন, তাতে জনগণ স্বাগত জানাবে। তবে দলছুটদের (অতি চেনা মুখ)

নিয়ে দল করলে, কতটুকু গ্রহনযোগ্যতা মিলবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে অধ্যাপক ইউনূসকে। আবার, ইদানিং তার কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে বিএনপি-জামাত-শিবিরের বক্তব্যের মিল দেখা যায় । সেই সাথে তার প্রস্তাব - 'সরকার চাইলে আগামী নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারের রূপরেখা কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি', শুনে অবাক হয়েছে অনেকে।। জনগণের প্রশ্ন - অধ্যাপক ইউনূস কার পক্ষে সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে চান?

অধ্যাপক ইউনূস কিছু কাল যাবত দেশে-বিদেশে বিএনপি-জামাতের পক্ষে লবিং করে যাচ্ছেন বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ। তাহলে কি তিনি সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিএনপিতেই যোগ দিচ্ছেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, এই বয়সে নতুন দল করে ক্ষমতায় যাওয়া অধ্যাপক ইউনূসের জন্য পাহাড় ঠেলার সামিল। তাই বিএনপি-জামাত-শিবিরের উপর ভর করে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হলে মন্দ কিসের? এও কি সম্ভব? অধ্যাপক ইউনূস জীবনে যথেষ্ট পেয়েছেন - যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি। তারপরও স্বাধীনতা যুদ্ধ আর স্বাধীনতার চেতনায় অবিশ্বাসীদের কাছে সমস্ত নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়াটা কি তার জন্য এতই জরুরী? 'লিডারশীপ দেখানো' শুধুই রাজনীতিকদের থেকে নয়, জাতি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের থেকেও আশা করে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গিত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকার কথা মনে পরছে। তার গানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় স্বাধীনতার পর। গানের কথা ও সুর আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সময়ে তার গানের কথা হয়ে উঠে আমারই কথা। আমার তরুণ বয়সের বিক্ষিপ্ত ভাষায় ও বিচ্ছিন্ন বিন্যাসে রচিত কিছু কবিতা নিয়ে 'সভ্যতা কত দূরে!' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তা আজ প্রায় ত্রিশ বছর। সম্মান স্বরূপ এই গ্রন্থের মলাটে বড় বড় হরফে ভূপেন হাজারিকাকে স্মরণ করি। তিনি একবার সাক্ষাত পান হিমালয় সদৃশ এক মহাপুরুষের। নাম পল রোবসন - এফ্রো-মেরিকান এক সঙ্গিত শিল্পী। যার গানে ধ্বনিত হত নিপীড়িত মানুষের অন্তর ব্যথা। একদিন কথা প্রসঙ্গে পল রোবসন ভূপেন হাজারিকাকে একটি গীটার দেখিয়ে প্রশ্ন করেন -

- ভূপেন, বলতো এটা কি?
- 'গীটার' - সপ্রতিভ উত্তর ভূপেনের।
- 'গীটার কি?'
- 'সঙ্গিতের অনুষঙ্গ একটি যন্ত্র'।
- 'নো'! রেগে উঠেন পল রোবসন। বলেন - It is a social instrument. With a strum of a guitar you can change the society! with a beat of a drum you can make the whole nation think!

এই দিক্ষায় দিক্ষিত ভূপেন। তার গানে ধ্বনিত হত খেটে খাওয়া মানুষের ব্যথা, মানবতার বাণী। সেই ভূপেন হাজারিকা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যোগ দেন উগ্র হিন্দু ফান্ডামেন্টালিষ্ট মতাদর্শনে বিশ্বাসী বিজেপির দলে (ভারতীয় জনতা পার্টি) শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য। সবার জানা -

শেষ পর্যন্ত ভূপেন হাজারিকা যে শুধুই ভারতের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি তা নয়, তিনি হারিয়েছেন লক্ষ-কোটি মানুষের শ্রদ্ধা। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একই পরিনতি হোক, তা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়। অথবা, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার চেতনায় অবিশ্বাসীদের উত্থানে, বুমেরাং হয়ে কবি শামসুর রাহমানের মত অধ্যাপক ইউনূসও লাঞ্ছিত হোক জামাত-শিবির-রাজাকারদের হাতে, সেও আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাদেশ বোদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু ও মসলমানের। উন্নিশ্য একাত্তুরে সকলের সমষ্টিগত ত্যাগে অর্জিত জাতীয়সত্ত্বাকে সমুন্নত রেখে আমাদের সামনে যেতে হবে। এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ বেছে নিতে হবে আগামী নির্বাচনে। আমরা কি চাই? ধর্মনিরপেক্ষতা না ধর্মব্যবসা; উদারতা না সংকীর্নতা, মানবাধিকার না সংখ্যালঘুদের নির্যাতন; চেতনায় প্রগতিশীল না পশ্চাতপদতা; মূক্তিযুদ্ধ না যুদ্ধাপরাধের বাংলাদেশ?

যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী সুশীল সমাজের এসবে কিছু যায়-আসে না, তাহলে তাদের কাছেও আমার কোন প্রশ্ন নেই।